তারিখ ...17 MAY 2016...
পৃষ্ঠা ...২০... কলাম ...২...

কালের কণ্ঠ

দিনমজুর মা-বাবার সঙ্গে জিপিএ ৫ পাওয়া মেধাবী কণা।

ছবি : কালের কণ্ঠ

স্বপ্নপূরণে দরকার সহায়তা

জাহাঙ্গীর হোসেন, রাজবাড়ী ও আতাউর রহমান পিন্টু, শাহজাদপুর ▷

দারিদ্র্যেরও রকমফের থাকে। এমন কিছু পরিবারও রয়েছে যেখানে লেখাপড়ার জন্য সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠানোটা বিলাসিতা মনে হতে পারে। কারণ ওই সব পরিবারে দুই বেলা খাবারেরই সংস্থান নেই। এমনই দুই পরিবারের সন্তান সোনিয়া ইসলাম ও কণা খাতুন। ওরা শত বাধার মুখেও পিছিয়ে যায়নি। বাধা জয় করেই চালিয়ে গেছে লেখাপড়া। জিপিএ ৫ অর্জন করেছে এবারের এসএসসি পরীক্ষায়। এখন স্বপ্ন দেখছে উচ্চশিক্ষার। কিন্তু সেই স্বপ্নের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে চরম দারিদ্র্য। এখন সেই বাধা দূর করতে দরকার কোনো সহৃদয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের একটু আর্থিক সহায়তা।

সোনিয়া ইসলাম

সোনিয়া ইসলাম : রাজবাড়ীর কালুখালী উপজেলার ঐতিহ্যবাহী আলহাজ আমেনা খাতুন বিদ্যাপীঠ থেকে বিজ্ঞান শাখায় এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পেয়েছে হতদরিদ্র ঘরের সন্তান সোনিয়া ইসলাম। সে বরাবরই মেধার পরিচয় দিয়ে এসেছে। পিএসসি ও জেএসসিতে বৃত্তি পেয়েছে।

বাড়ি কালুখালী উপজেলার মৌরাট ইউনিয়নের বড় চৌবাড়িয়া গ্রামে। বাবা সবদুল শেখের সম্বল বলতে ৬ শতাংশ জমি। নিজে গুরুতর অসুস্থ। এক মেয়ে ও এক ছেলেসন্তানসহ চার সদস্যের পরিবারে নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা। তার পরও তিনি

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

স্বপ্নপূরণে দরকার —

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

মেয়ের পড়ালেখা চালিয়ে গেছেন। অবশ্য ওর সহপাঠী ও শিক্ষকদের কাছ থেকেও সে নানাভাবে সহায়তা পেয়েছে। এসএসসির ফরম পূরণের সময়ও শিক্ষকরা সহযোগিতা করেছেন। এখন এই মেধাবীর লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার পথে বড় বাধা দারিদ্র্য।

সোনিয়া ভবিষ্যতে চিকিৎসক হয়ে দরিদ্রের সেবা করতে চায়। কোনো সহৃদয়বান ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একটু সহায়তার হাত বাড়ালে ওর সেই স্বপ্ন পূরণ হতে পারে।

সোনিয়ার মা রিজিয়া বেগম জানান, পরিবারে সচ্ছলতা আনতে স্বামী বিদেশে পাড়ি জমিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরই অসুস্থতার কারণে ফিরে আসতে হয়। পায়ে লোহা বিঁধে সেখান থেকে ইনফেকশন হয়ে এখন তা বড় আকার ধারণ করেছে। অপারেশন ছাড়া পথ নেই। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিটি অসুস্থ হয়ে পড়ায় এখন তিনি অন্যের বাড়িতে কাজ করেন। এত কষ্টের মধ্যেও মেধাবী হওয়ায় মেয়েটার লেখাপড়া চালিয়ে গেছেন। কিন্তু সামনে কী হবে, তা ভেবে কূল পাচ্ছেন না।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক শাজাহান আলী বলেন, 'সোনিয়া ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে এসএসসি পর্যন্ত আমার স্কুলে সবচেয়ে মেধাবী শিক্ষার্থী ছিল। সুযোগ পেলে ভবিষ্যতে সে অনেক ভালো করবে। কিন্তু হতদরিদ্র পরিবারের সন্তান হওয়ায় ওর পড়ালেখা নিয়ে আমরাও একটু দুশ্চিন্তায় আছি। একজন শিক্ষক হিসেবে বলব, সোনিয়ার পাশে সবাই দাঁড়ান, ওকে সুযোগ দিন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে দেশের জন্য কিছু করার।'

জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সৈয়দ সিদ্দিকুর রহমান বলেন, 'মেধাবী মেয়েটি ইতিপূর্বে প্রাথমিক ও জুনিয়র বৃত্তি পেয়েছে। ভালো সম্ভাবনা থাকলেও আর্থিক দৈন্য মেয়েটির এগিয়ে যাওয়ার পথে বড় বাধা। তবে আমরা সম্মিলিতভাবে পাশে দাঁড়ালে সোনিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়ে দেশ ও জাতির জন্য কিছু করতে পারবে।'

কণা খাতুন : সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার গাড়াদহ গ্রামের হতদরিদ্র দিনমজুর আব্দুল করিমের একমাত্র মেয়ে কণা খাতুন এবার এসএসসিতে জিপিএ ৫ পেয়েছে। ভবিষ্যতে ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার স্বপ্ন তার। কিন্তু আজন্ম চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হয়ে সেই স্বপ্ন কিভাবে বাস্তব হয়ে ধরা দেবে, তা সে জানে না। অর্থ নেই, দুই বেলা খাবারের ব্যবস্থা করতে গিয়েই দিনমজুর বাবা আবদুল করিম গলদঘর্ম। থাকার মধ্যে আছে কেবল ওর মেধা আর অদম্য ইচ্ছাশক্তি।

কণার মা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী। মায়ের সেবা ও সংসারের কাজকর্ম করে শত কষ্টের মধ্যে পড়ালেখা চালিয়ে গেছে সে। গারাদহ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে এবার এসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ থেকে সে জিপিএ ৫ পেয়েছে। অষ্টম শ্রেণিতেও সে বৃত্তি পেয়েছিল।

বড় দুই ভাইকে কোনো রকমে এসএসসি পর্যন্ত পড়ানোর পর বড় ভাই গার্মেন্টে চাকরি নিয়ে শহরে থাকে।

বাবা আব্দুল করিম জানান, তাঁর কোনো ফসলি জমি নেই। পৈতৃক সূত্রে পাওয়া এক টুকরো জায়গায় ঘর তুলে স্ত্রী আর সন্তান নিয়ে মাথা গুঁজে আছেন। দুই ছেলেকে এসএসসি পর্যন্ত পড়িয়ে আর পেরে ওঠেননি। মেয়েটা টিউশনি করে নিজের লেখাপড়ার পাশাপাশি সংসারেও একটু-আধটু জোগান দিয়ে এ পর্যন্ত এসেছে। আর মেধাবী হওয়ায় আত্মীয়স্বজনও ওর লেখাপড়ায় সহায়তা দিয়েছে।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক আব্দুস ছাত্তার বলেন, 'কণা বরাবরই মেধাবী। এর আগে জেএসসি পরীক্ষায়ও সে জিপিএ ৫ পেয়েছিল। দরিদ্র পরিবারের সন্তান হওয়ায় স্কুল কর্তৃপক্ষও মেয়েটির লেখাপড়ায় সাধ্যমতো সহায়তার চেষ্টা করেছে। মেয়েটা ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে পরিবার ও দেশের মুখ উজ্জ্বল করুক—এমন কামনা আমাদের। তবে সে জন্য দরকার কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের একটু আর্থিক সহায়তা।'